যুগান্তর

মনিরামপুর রামনাথপুর বিদ্যালয়

শ্রেণিকক্ষের অভাবে সভাপতির বাড়ির বারান্দায় পাঠদান

প্রকাশ : ০৪ নভেম্বর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

মনিরামপুর (যশোর) প্রতিনিধি

‘বেঞ্চ না থাকায় বিছানার ওপর বসে ক্লাস করতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়। স্কুলের ক্লাসের রুমে প্লাস্টার পড়ছে, ভয়ে কেউ ক্লাসে থাকতে চাই না। তাই ম্যাডাম এখানে ক্লাস করাচ্ছেন।’ কথাগুলো বলছিল যশোরের মনিরামপুর রামনাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আরাফাত হোসেন, অর্পনা হাজরা, টুনি দাসসহ তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। ওই স্কুলে গিয়ে দেখা যায়, বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আজিজুর রহমানের পোড়ো বাড়ির বারান্দায় বিছানায় বসে ক্লাস নিচ্ছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মৌসুমী ইসলাম। দীর্ঘক্ষণ বিছানায় বসে ক্লাস করতে কষ্ট হওয়ায় শিক্ষার্থীরা অনেকেই তখন শুয়ে, হামাগুঁড়ি দিয়ে লিখছিল। মৌসুমী ইসলাম বলেন, যদিও বাড়িটি বিদ্যালয় থেকে একটু দূরে, পাঠদান অব্যাহত রাখতে বাধ্য হয়ে এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরে সেখানে ক্লাস নিতে আসা শিক্ষক আবদুর রশিদও একই কথা বলেন।

এ সময় প্রধান শিক্ষক ফাতিমা বেগম বলেন, ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের ১৯৯৬ সালে তিন কক্ষবিশিষ্ট একটি ভবন হয়। কিন্তু গত দুই বছর আগে বন্যার পানিতে ভবনের সিংহভাগ তলিয়ে যাওয়ায় দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর থেকে ভবনের পলেস্তারা খসে পড়তে থাকে। চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ফণীর আঘাতে ভবন আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মহোদয়কে অবহিত করা হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল বিদ্যালয়ের ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করা হয়। ২০ এপ্রিল কার্যক্রম করার জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শেখ অহিদুল আলম লিখিত পত্র দেন প্রকৌশল বিভাগকে। উপজেলা প্রকৌশল অফিসের কয়েকজন এসে পরিদর্শন করে গেলেও আজও ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা হয়নি। বিদ্যালয়ে ২১৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ভবনের একটি কক্ষে ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ঝুঁকি নিয়ে চলছে পাঠদান। বাকিদের সাবেক সভাপতির পোড়ো বাড়ির বারান্দায় চলছে পাঠদান।

সভাপতি শাহিন জানান, চলতি নতুন ভবনের তালিকায় নাম না থাকলেও আগামী তালিকায় বিদ্যালয়ের নাম থাকবে বলে সংশ্লিষ্ট অফিস থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে।

উপজেলা প্রকৌশল অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত গাউছুল আজম বলেন, ওই স্কুলে গিয়ে পরিত্যক্ত ঘোষণাসহ নতুন ভবনের জন্য কাগজপত্র পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এখন কি অবস্থায় আছে তা তিনি জানেন না। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেহেলী ফেরদৌস জানান, নতুন ভবনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : **সাইফুল আলম**, প্রকাশক : **সালমা ইসলাম**

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৯ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।